দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

দুই-তৃতীয়াংশই যেখানে অপচয়

সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানালেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই পড়া ছেড়ে দেয়।

মন্ত্রী বললেন, প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ বালক-বালিকা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে। এরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়সী বালক-বালিকাদের শতকরা ৭৮ ভাগ।

গত কয় বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে যে চিত্রটা পাওয়া যায় তা শিক্ষামন্ত্রীর চিত্রটির সাথে মিলে যায়।

চিত্রটা হলো ঃ স্কুল বয়সী বালক-বালিকাদের তিন-চতুর্থাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোর মাড়ায়। তার দুই-তৃতীয়াংশ অশিক্ষিত-নিরক্ষরের দলে ভিড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিন-চতুর্থাংশের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সকল স্কুল বয়সী বালক-বালিকার এক-চতুর্থাংশ কমবেশী প্রাথমিক শিক্ষার আলোক পায়। এই সংখ্যাটি আমাদের দেশের সাক্ষরতা হারের সঙ্গেও আবার মিলে যায়।

তবে এ সব তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাতা-কলমে দেখানো ছাত্রছাত্রী এবং প্রকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে সাধারণত ফারাক থেকে যায়। সাক্ষরতার সংজ্ঞা নিয়েও মতভেদ আছে। সব মিলিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ছে না। শিক্ষার মান যে বাড়ছে না, তা আমরা প্রসঙ্গান্তরে অনেকবার আলোচনা করেছি। শিক্ষার ব্যাপারে গুণগত ও পরিমাণগত— দু'দিক থেকেই আমরা পিছু হটছি।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি বছর দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র পড়া ছেড়ে দেয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড়পড়তা দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র ফেল করে। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দক্ষতা এক-তৃতীয়াংশ। যে ব্যবস্থা আমরা দাঁড় করিয়েছি তার দুই-তৃতীয়াংশ মাঠে মারা যায়। এই দরিদ্র দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ ও বিনিয়োগ পানিতে ফেলা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার দুর্দশার মূলে আসল সমস্যাটি হলো অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। সকল মহল থেকেই আজকাল জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যদশার প্রধান কারণ হলো গণশিক্ষায় আমাদের দৈন্যদশা। প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় দুর্গতির মূল কারণ। ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই ব্যর্থতা প্রকট। অথচ পূর্ব এশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাধান্য পাওয়ার ফলে ঐ দেশগুলোর উন্নয়নের চিত্র উজ্জ্বল। মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার অনেক বেশী ওপরে স্থান দেয়ার ফলেই আমাদের এই বর্তমান দুর্গতি।

তিন বছর আগের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু ব্যয় ২৭২ টাকা। প্রতি ৫২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক। সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ২০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক। ছাত্রপ্রতি ব্যয় কয়েকগুণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর হালহকিকত যে কোন দেশের পক্ষে লজ্জার বস্তু। বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষার উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থাই করুণ।

শিক্ষামন্ত্রী আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার দুরারোগ্য ব্যাধির উপসর্গগুলো কমবেশী চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অতীত সরকারগুলোর মতই তাদের অগ্রাধিকারের কোন পুনর্বিন্যাস হয়নি। যতদিন তা না হয় ততদিন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের সকল উচ্ছ্বাস অরণ্যে রোদন থেকে যাবে। দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষা ব্যবসায়ী সকলের প্রতি আমাদের আবেদন, দেশের নীতিনির্ধারণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হোক। প্রাথমিক শিক্ষাকে দীনহীন অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নেয়া হোক। দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী হারানো একটি অদক্ষ ব্যবস্থাকে আমূল সংস্কার করা হোক। তা না হলে উন্নয়নের কোন খাতেই আমরা এগোতে পারবো না।